গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ----------বঙ্গাব্দ/----------খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নং . . . -আইন/২০২১।- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ ও ধারা ১৩ এর উপধারা ৪ এর দফা (খ) এর সহিত পঠিতব্য এবং উক্ত ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই প্রবিধানমালা খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কার্যকর করা হইবে।

২। সংজ্ঞা।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(ক) "আইন" অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;

(গ) "ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বা টিএফএ (Trans Fatty Acid or TFA)" অর্থ ১৪, ১৬, ১৮, ২০ অথবা ২২টি কার্বনবিশিষ্ট এবং এক বা একাধিক ট্রান্স দ্বিবন্ধন রহিয়াছে এইরূপ ফ্যাটি এসিডের আইসোমারসমূহের সমষ্টি, উদাহরণস্বরূপ: C14:1, C16:1, C18:1, C18:2, C18:3, C20:1, C20:2, C22:1, C22:2 ফ্যাটি এসিডের ট্রান্স আইসোমারকে বুঝাইবে, তবে কেবল পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিডের ক্ষেত্রে মিথাইলিনযুক্ত কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডকে বুঝাইবে;

(ঘ) "আংশিকভাবে হাইড্রোজেনেটেড তেল বা পিএইচও (Partially Hydrogenated Oil or PHO)" অর্থ এইরূপ চর্বি বা তেল যাহাতে হাইড্রোজেন যুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত হয় নাই, এবং যাহার আয়োডিন মান ৪ এর অধিক - যাহা উপযুক্ত পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হইয়াছে;

(ঙ) "রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বা আরপি-টিএফএ (Ruminant Produced Trans Fatty Acid or RP-TFA)" অর্থ রুমিন্যান্টদের (জাবর-কাটা পশু, যেমন: গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি) রুমেনে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়ার বিপাকক্রিয়ায় তৈরিকৃত পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড, এবং রুমিন্যান্ট-জাত সকল চর্বিতেই (দুগ্ধজাত পণ্য এবং/অথবা রুমিন্যান্ট মাংসের চর্বিতে) ইহা উপস্থিত থাকে;

(ঙ) "খাদ্য" অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৩) এ সংজ্ঞায়িত খাদ্য;

(চ) "প্রক্রিয়াজাত খাদ্য" অর্থ এইরূপ খাদ্য যাহা যান্ত্রিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া (যেমন- ধৌতকরণ, পরিষ্কারকরণ, পেষণ, কর্তন, খন্ডকরণ, উত্তাপন, পাস্তুরায়ন, ব্লাঞ্চিং, রন্ধন, ক্যানজাতকরণ, বরফায়ন, শুষ্কায়ন, নিরুদন,

জলবিয়োজন, সংমিশ্রণ, মোড়কাবদ্ধকরণ অথবা অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ) এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে রুপান্তরিত বা পরিবর্তিত হইয়া থাকে;

(ছ) "মোড়কাবদ্ধ খাদ্য" অর্থ যে খাদ্য বা খাদ্যপণ্য পূর্ব হইতেই কোনো মোড়কে বা ধারণপাত্রে রক্ষিত অবস্থায় ভোক্তা বা খাদ্য সরবরাহকারী, সংরক্ষণকারী এবং বিপণনকারীর নিকট উপস্থাপিত হয়;

(জ) "সরাসরি আহার্য খাদ্য (Ready-to-Eat Food)" অর্থ উৎপাদনকারী বা প্রস্তুতকারী দ্বারা উদ্দিষ্ট সরাসরি আহারের নিমিত্ত খাদ্য যাহা রন্ধন অথবা অনুজীব বিনাশ বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় হ্রাসকরণের নিমিত্ত অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন নাই;

(ঝ) "খাদ্য প্রস্তুতকারক" অর্থ এমন ব্যক্তি যে খাদ্য (তেল বা চর্বিসহ) প্রস্তুত, একত্র বা প্রক্রিয়া করিয়া থাকে, এমন ব্যক্তি যে নিজস্ব ব্র্যান্ড নাম ভোক্তাপণ্যে যুক্ত করে। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, প্রস্তুতকারকদের প্রতিনিধিগণ অথবা, তাহাদের অনুপস্থিতিতে, আমদানিকারক প্রস্তুতকারক বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঞ) "খুচরা বিক্রেতা" অর্থ এমন ব্যক্তি বা ব্যবসা যাহা কোনো খাদ্য পণ্য সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় বা প্রদর্শন করে;

(ট) "আমদানিকারক" অর্থ রপ্তানি পণ্যের প্রাপক বা বাংলাদেশী প্রতিনিধি অথবা কাঁচামাল, উপকরণ এবং/অথবা তৈরি পণ্যের বিদেশি প্রেরকের প্রতিনিধি;

(ঠ) "খাদ্য ব্যবসা" অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৮) এ সংজ্ঞায়িত খাদ্য ব্যবসা;

(ড) "খাদ্য ব্যবসায়ী" অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৯) এ সংজ্ঞায়িত খাদ্য ব্যবসায়ী;

(ঢ) "খাদ্য স্থাপনা" অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৯) এ সংজ্ঞায়িত খাদ্য স্থাপনা।

(২) এমন কোন শব্দ বা অভিব্যক্তি যাহার সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা এই প্রবিধানমালায় উল্লেখ নাই, সেই ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য আইনে যেই অর্থে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

৩। প্রযোজ্যতা।– (১) এই প্রবিধানমালা –

(ক) চর্বির ইমালসন সহ যেকোন তেল এবং চর্বি, যাহা এককভাবে বা প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের অংশ অথবা যেকোন খাদ্যের অংশ, যাহা মানুষের আহার্যের উদ্দেশ্যে বা আহার্যের উদ্দেশ্যে অনুমিত;

(খ) প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, মোড়কাবদ্ধ খাদ্য, মোড়কবিহীন খাদ্য, সরাসরি আহার্য খাদ্য (রেডি-টু-ইট) অথবা যেকোন খাদ্য, এবং খাদ্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিড (আরপি-টিএফএ), প্রাণীর চর্বিতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বা অন্য কোন আইনের অধীন পরিচালিত খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালা প্রযোজ্য হইবে না।

৪। খাদ্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের সর্বোচ্চ মাত্রা।– (ক) রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিড (আরপি-টিএফএ) ব্যতীত চর্বির ইমালসন সহ যেকোন তেল এবং চর্বি, যাহা এককভাবে বা প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বা যেকোন খাদ্যের অংশ, যাহা মানুষের আহার্যের উদ্দেশ্যে বা মানুষের আহার্যের উদ্দেশ্যে অনুমিত, অথবা খুচরা ব্যবসা, ক্যাটারিং ব্যবসা, রেস্তোরাঁ, প্রতিষ্ঠান, বেকারী বা যেকোন খাদ্য স্থাপনার খাদ্য প্রস্তুতের জন্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যাহাতে ২ শতাংশের (প্রতি ১০০ গ্রামে ২ গ্রাম) অধিক ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বিদ্যমান তাহা বিক্রয়, বিতরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং আমদানিসহ কোনরূপ খাদ্য ব্যবসা করা যাইবে না;

(খ) রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিড (আরপি-টিএফএ) ব্যতীত ২ শতাংশের (প্রতি ১০০ গ্রামে ২ গ্রাম) অধিক ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বিদ্যমান এইরূপ প্রক্রিয়াজাত, মোড়কাবদ্ধ, সরাসরি আহার্য খাদ্য (রেডি-টু-ইট) অথবা যেকোন খাদ্য এর বিক্রয়, বিতরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, আমদানিসহ কোনরূপ খাদ্য ব্যবসা করা যাইবে না;

(গ) ২ শতাংশের (প্রতি ১০০ গ্রামে ২ গ্রাম) অধিক প্রাণীজ উৎসজাত (Ruminant animal) ট্রান্স ফ্যাটি এসিড (আরপি-টিএফএ) ব্যবহার করিলে সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী প্রমাণক দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৫। ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের লেবেলিং।- মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে বাধ্যতামূলকভাবে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথা :

(ক) যেকোন মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর প্রবিধি ১৬(১) এ উল্লিখিত লেবেলিং এর শর্তানুসারে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড সম্পর্কিত তথ্যাদি ঘোষণা করিতে হইবে;

(খ) যদি কোন খাদ্যে আংশিকভাবে হাইড্রোজেনেটেড তেলের (পিএইচও) ব্যবহৃত হয় তবে তার নির্দিষ্ট পরিমাণসহ তথ্যাদি মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলিং এর উপাদান তালিকায় উল্লেখ করিতে হইবে। পিএইচও এর সংমিশ্রণে গঠিত কোন খাদ্যোপকরণ (যেমন-শর্টেনিং অথবা মার্জারিন) কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হইলে, সেক্ষেত্রেও পিএইচও এর পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। তবে উপাদান তালিকায় পণ্যটি “ননহাইড্রোজেনেটেড” অথবা “আনহাইড্রোজেনেটেড” এইরূপ অভিব্যাক্তি প্রকাশ করা যাইবে না;

(গ) মোড়কীকরণ, লেবেলিং, বিপণন, অথবা বিজ্ঞাপনে কোন খাদ্যপণ্য টিএফএ মুক্ত এইরূপ দাবি করা যাইবে না।

৬। বিশ্লেষণ পদ্ধতি।- ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নির্ধারণের জন্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, বিশ্বাসযোগ্য এবং ধারাবাহিকভাবে পুনরুৎপাদনযোগ্য হইতে হইবে। খাদ্যোপকরণে টিএফএ এর পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে WHO protocol for measuring trans fatty acids in foods অনুসরণসহ International Organization for Standarization (ISO), Association of Official Analytical Chemist (AOAC), American Oil Chemists' Society (AOCS), International Dairy Federation (IDF) এবং Codex কর্তৃক সময়ে সময়ে হালনাগাদকৃত বিশ্লেষণ পদ্ধতিসমূহ রেফারেন্স হিসেবে অনুসৃত হইবে।

৭। অন্যান্য আইনের অতিরিক্ততা।- এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধানাবলির অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

৮। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।— এই প্রবিধানমালার কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানবলীর সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৯। আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ।— এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনবোধে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic english text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মো: আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান